Independent University **Bangladesh (IUB)**

IUB Academic Repository

IUB Library Article Library

2008-07-11

Gronthagar o Shmasul Alam

Qureshi, Mahmud Shah

Prothom Alo

https://ar.iub.edu.bd/handle/11348/292

Downloaded from IUB Academic Repository

গ্রন্থাগার ও শামসুল আলম

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে যে কয়েকজন ব্যক্তি কিংবদন্তিস্বরূপ, তাঁদের একজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শামসুল আলম। তাঁকে স্মরণ করেছেন মাহমুদ শাহ কোরেশী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রতি মোহ আমাদের যতখানি যথার্থ, অধ্যয়ন সম্পর্কে আগ্রহ ততখানি কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কেননা, শ্রেণীকক্ষের পর গ্রন্থাগারের প্রতি যে অখণ্ড মনোযোগ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর থাকা প্রয়োজন, তা বাস্তব ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রসহ অন্যত্র গ্রন্থাগার সংগঠন, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা ক্রমশ অধোগতি লাভ করেছে। সম্ভবত এ জন্য বিগত ৬০ বছরে বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন মাত্র গ্রন্থাগারিককে আমরা পাই, যাঁরা নিজ অঙ্গনে কিংবদন্তিস্বরূপ। এই তিন কীর্তিমান গ্রন্থাগারিক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্দিক খান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুর রাজ্জাক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুল আলম।

দীর্ঘদিন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভারপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যত্র কোনোরকমে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের একটি সনদ দিয়ে অনেকে দায়সারা কর্তব্য সমাপন করে চলেছেন। ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই, তা নয়; তবে এটি বহুল জানা, প্রশিক্ষিত ও উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া (বিদেশি এমএস বা পিএইচডি) যে অল্প কয়েকজন বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা উপযুক্ত সুযোগ ও সম্মান না পেয়ে দেশের বাইরে চলে গেছেন।

কথাগুলো মনে পড়ল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দশকের বেশি সময়ের গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের তিরোধানে। তিনি ৫ জুন ৮১ বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর লেখা *গ্রন্থলোকে দীর্ঘদিন* (চট্টগ্রাম, পূর্বলেখ, ২০০২) পাঠে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে বড় ভাই প্রখ্যাত চিকিৎসক নূরুল আলম এবং শামসুল আলম তাঁদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষানুরাগী মায়ের প্রেরণায় এক সমৃদ্ধ জীবনের পথে এগিয়ে যান। তাঁদের মা ছিলেন শিক্ষক। তিনি কবি হামিদ আলীর মেয়ে। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন।

শামসুল আলম কলকাতার রিপন স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। এরপর কলকাতার পেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। *টুইলাইট ইন দিল্লি* গ্রন্থের লেখক আহমদ আলী (বিভাগীয় প্রধান), বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার প্রমুখকে তিনি পান শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে চলে আসতে হয় ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কিছুদিন *অবজারভার* পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইউএসআইএস গ্রন্থাগারে যোগ দেন ১৯৫২ সালে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কর্মদক্ষতার কারণে তাঁকে ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামে শাখাপ্রধান করে পাঠানো হয়। একটি সুশৃঙ্খল গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইউএসআইএস অত্যন্ত সক্রিয় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ একজন আমেরিকানকে পরিচালক নিযুক্ত করে তাঁকে পিলেটে নতুন কেন্দ্র খোলার জন্য বদলি করে।


শামসুল আলম

শিশুকন্যার অসুস্থতা এবং পরে তার মৃত্যুর কারণে তিনি এ সময় চাকরি ছেড়ে দেন; যোগ দেন চট্টগ্রামের *ইউনিটি* পত্রিকায়। কিছুদিন পর (১৯৬০) কুমিল্লা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানে তিনি গ্রন্থাগারিক পদ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি করাচি, লাহোর, পেশোয়ার ও ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণ নেন। কিন্তু দুই বছর পর 'নিপা'র পরিচালক কবি ও প্রশাসক সানাউল হক তাঁকে রিসার্চ লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া প্রেরণ করেন। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরার পথে তিনি শিকাগো, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লন্ডনের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলো পরিদর্শন করেন। শামসুল আলম লিখেছেন, 'ছোটবেলা থেকে আমি ছিলাম বইয়ের পোকা।...সুযোগ পেলে শুধু বড়দের জন্য বরাদ্দ বইও গোগ্রাসে পড়ে ফেলতাম। সব সময় ভাবতাম, কবে এমন সুযোগ ও সময় হবে যখন অজস্র বই বা যেকোনো বই পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। তাই বিধাতা মনে হয় আমাকে গ্রন্থাগারিক বানিয়ে আমার শৈশবের সেই সুপ্ত বাসনার বাস্তব রূপ দিলেন সমস্ত জীবন ভরে।' (*গ্রন্থলোকে দীর্ঘদিন*, পৃ. ৯)

অল্প সময়ের জন্য নিপা থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজে কর্মরত থাকেন এবং ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যে গ্রন্থাগারটি পাহাড়ের ওপর থেকে কলাভবনের সামনে চারতলা দালানে নিয়ে আসা হয়। নানা সমস্যার মুখোমুখি গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের অভিমত: 'গ্রন্থাগার বিষয়ে আমাদের দেশে সম্যক জ্ঞান না থাকাতে...গ্রন্থাগার যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিভাগ, এটা অনেক শিক্ষকও বুঝতে চাইতেন না।' তিনি আরও লিখেছেন, 'গ্রন্থাগারের স্বার্থে আমি অপ্রীতিকর অবস্থা হাসি মুখে সহ্য করেছি।' তিনি জানতেন, 'বই এমন একটা জিনিস, যা অমূল্য সম্পদের মতো এবং নিশ্চয়ই একদিন কারো না কারো কাজে লাগবেই।' তাই 'দেশ-বিদেশের প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বইয়ের অপ্রতুলতা দূর করা এবং সংগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টায় ব্রতী হই।' (ঐ, পৃ. ৩৫)

১৯৭০, '৭৮ ও '৮৫ সালে শামসুল আলম যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি বহু বিখ্যাত গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন; যোগ দেন ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায়। বিভিন্ন সময় দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, শংকর, মুলকরাজ আনন্দ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ হোর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. রমিলা থাপার, শিবনারায়ণ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষী ও লেখকের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ করেন। দেশে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আবুল ফজল, ওহীদুল আলম, এ আর মল্লিক, মোজাফ্ফর আহমদসহ আরও অনেককে। শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পেয়েছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর ও সৈয়দ আলী আহসান, এ কে এম হাসান, সানাউল হক, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখকে। তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন নার্গিস জাফর, ড. আব্দুল করিম, শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর নূরুল ইসলাম (ইউএসআইএস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), শিল্পী রশীদ চৌধুরী, মূর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান প্রমুখ। জ্ঞানী-গুণী মানুষের সাহচর্য, সব জায়গায় চমৎকার বন্ধুভাগ্য এবং সবার আন্তরিকতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'ধনসম্পদ নয়, এগুলোই হচ্ছে আমার এ যাবৎকালের জীবনে পরম প্রাপ্তি।'

বস্তুত আদর্শ গ্রন্থাগারিকের অলিখিত গুণাবলির মধ্যে জননন্দিত হওয়াও নিঃসন্দেহে অবশ্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে শামসুল আলমের অনমনীয়তার বিষয়টিও লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত: 'গ্রন্থাগারের স্বার্থে আমি কোনো সমালোচনায় কখনো কর্ণপাত করিনি। দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে আসার পর আমার একটি লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কীভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গ্রন্থাগারে পরিণত করা যায়। কিন্তু আমাদের মতো গরিব দেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে যেকোনো উন্নয়ন কাজই ব্যাহত হয়। সে জন্য আমার প্রচেষ্টা সমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো মনে হতো। কিন্তু আমি যত দিন কর্মরত ছিলাম (২৩ বছরের কিছু বেশি) চেষ্টার ত্রুটি করিনি।...চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আমি কিছুটা ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদল আনতে চেষ্টা করেছি।' তিনি সব সময়ই ভাবতেন, 'ক্লাসরুমে শিক্ষকদের লেকচারের পূর্ণতা দিতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগারই।' (ঐ, পৃ. ৪৩)

অবশেষে '...২৩ বছর ধরে যে গ্রন্থাগার ভবনের স্বপ্ন আমি দেখেছি, বহু কষ্টে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নতুন গ্রন্থাগার ভবন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে শেষ পর্যন্ত আমি সমর্থ হই। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ যে, নতুন গ্রন্থাগার ভবনকে কিছুটা বিন্যস্ত করার মধ্য দিয়েই আমি আমার কর্মজীবন শেষ করতে পেরেছি।' (ঐ, পৃ. ৪৫)

এরপর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষক, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারের পরিকল্পক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের কোর্সগুলোর প্রশিক্ষক প্রভৃতি কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

আমাদের প্রত্যাশা, গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশে এই অতি প্রয়োজনীয় পেশায় নতুন রক্ত সঞ্চালিত হোক।